দৈনিক ইত্তেফাক

18 OCT 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শান্তির জন্য শিশুদের শিক্ষিত করুন

আলমা শহীদ চৌধুরী

"শান্তির জন্য আমাদের শিশুদের শিক্ষিত করুন"—কথাটি শুধু আমাদের দেশের জন্য নয় সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। সমগ্র বিশ্ববাসী আজ শান্তির জন্য উদগ্রীব।

শান্তির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না দেওয়া গেলেও শান্তি বলতে আমরা প্রকৃত অর্থে পরিবার সামাজিক ও দেশের সুশৃঙ্খল জীবন-যাপন ও সুষ্ঠু পরিবেশ বুঝে থাকি। শান্তি সবার জন্য কাম্য। তবে শান্তি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মূল থেকে কাজ শুরু করতে হবে।

"শিশুরাই প্রথম"—শ্লোগানটি এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাই শিশুর শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। শিশুদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার মধ্যেই সমাজের প্রকৃত শান্তি নিহিত রয়েছে। ফ্রান্সের বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক নেপোলিয়ানের উক্তি উল্লেখ করা যায়। "Give me a good mother, I will give you a good nation".

শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার থেকে শুরু হয়। শিশুদের গড়ে তোলার জন্য পরিবারের তথা পিতা-মাতার দায়িত্ব অপরিসীম। এ ক্ষেত্রে নেপোলিয়ানের কথা অনুযায়ী একজন সচেতন ও শিক্ষিতা মা'ই তার শিশুকে সুশিক্ষায় গড়ে তুলতে পারেন। মা শুধু শিশুর জন্মদাত্রীই নন, তিনি হচ্ছেন শিশুর আশ্রয়দাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ও পথ প্রদর্শনকারিনী। কারণ, মায়ের স্নেহের ছায়ায় শিশু বড় হয়ে উঠে। এ কথা সত্য যে শিশুকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হলে প্রতিটি পরিবার তথা শিশুর পিতামাতাকে এগিয়ে আসতে হবে। শিশু হচ্ছে পিতামাতার জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শিশুকে ঘিরে পিতামাতা অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে থাকেন। কিন্তু শিশুকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে না পারলে এই শিশুই ভবিষ্যতে বাবা-মা ও দেশের সম্পদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে। শিশুরা যেন পিতামাতা তথা সমাজের সম্পদ স্বরূপ হতে পারে সেজন্য পিতামাতা উভয়কে সচেতন ও সচেষ্ট হতে হবে। একথা সত্য যে শিশুরা পিতামাতার অতিরিক্ত প্রশ্রয় বা অতিরিক্ত অনাদরের ফলেই অবাধ্য ও উশৃঙ্খল হবার সুযোগ পায়। আমরা যদি সচেতন দৃষ্টি দিয়ে আমাদের চারপাশের পরিবারের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাবো, যে পরিবারের সন্তানদের খুব বেশী আদর দেওয়া হয় বা যে পরিবারের সন্তানরা খুব বেশী অনাদর পায় তারাই পরে সমস্যাগ্রস্ত রূপে বড় হয়ে সমাজে শান্তি-বিঘ্নিত করে। তাই শিশুদেরকে প্রয়োজন মত ভালবাসতে হবে, আদর করতে হবে, কাছে টানতে হবে, সহানুভূতির সঙ্গে তাদের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করে তা দুরীভূত করতে এবং প্রয়োজনে তাকে শাসনও করতে হবে। অনেক পরিবারে পিতামাতার মধ্যে ঝগড়াঝাটি বা অমিল দেখা দেয়। সাধারণতঃ সেই সব পরিবারের সন্তানরা বেশী অবাধ্য ও উদ্ধত হয়। তাই প্রত্যেক পিতামাতারই সন্তানদের সম্মুখে কখনও ঝগড়া করা উচিত নয় এবং শিশুকে যে সকল নির্দেশ দেওয়া হবে সে ব্যাপারে পিতামাতাকে একমত হতে হবে। কারণ, পিতামাতার দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতা শুধু সন্তানকে অবাধ্য বা উশৃংখল করে না, শিশুর মানসিক গঠনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

পরিবারের পরে আসে শিশুর বিদ্যালয়ের শিক্ষা ও তার পরিবেশ। শিক্ষার পরিবেশ শিশুর সুস্থ মানসিক গঠনের অনুকূলে হতে হবে। তাছাড়া শিশুর নৈতিক শিক্ষা বিষয়েও শিক্ষকদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কারণ নৈতিক শিক্ষা মানুষকে সুশৃঙ্খল ও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য উৎসাহিত করে। জীবনে শান্তি বয়ে আনে; তবে এটা সত্য যে, বর্তমানে খুব কম স্কুলেই ছেলে-মেয়েদের এমনি ধরনের শিক্ষা নিয়ে মাথা ঘামান হয়। অনেক বাড়ীতে পিতামাতা এ বিষয়ে বেশী দৃষ্টিপাত করেন। ফলে অনেক সময় শিশুরা নানা দিধায় ভোগে যা মানসিক শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটায়। একথা সত্য যে, শিশুর কার্যাবলী চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় অপরের আদর্শ দ্বারা। সুতরাং প্রথম হতেই তাদের আনুগত্য ও শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলি পর্যবেক্ষণ করে তাকে সুনিয়ন্ত্রণ করাও প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন পরিচ্ছন্ন সামাজিক ও শান্তিময় পরিবেশ যা শিশুকে সুষ্ঠু ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। একমাত্র দেশপ্রেমিক সুনাগরিকরা দেশের বুকে শান্তি আনতে পারে। সুন্দর সুস্থ ও আনন্দ উজ্জ্বল জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু ও সাবলীল সামাজিক ব্যবস্থা। কারণ মানুষ সামাজিক জীব। সমাজেই মানুষকে বসবাস করতে হয়। সামাজিক রীতিনীতি মেনেই তাকে চলতে হয়। সমাজের রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে চলতে গেলে শুধু সমস্যার সৃষ্টি হয় না, শান্তিও বিঘ্নিত হয়। বর্তমান জীবনে সমস্যার অন্ত নেই। এর প্রধান কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নৈতিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয় সুশিক্ষার অভাব, মানসিকতার পরিবর্তন এবং মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা।

সমস্যায় জর্জরিত মানুষ তাই আজ দিশেহারা। মানুষ মুক্তির ও শান্তির পথ খুঁজছে। অনেক উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের অবস্থান ও ভবিষ্যৎ তেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারছে না। তাই স্থানীয় পর্যায়ে এবং প্রয়োজনে উন্নত দেশের সহায়তায় এই সকল শিশুর প্রকৃতভাবে উন্নত জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। নতুবা বিশ্বের জন্য শান্তি বিঘ্নিত হবে। কারণ আমাদের সকলের মনে রাখা উচিত "শক্তিশালী জাতি গঠনের পূর্বশর্ত একটি সুস্থ, সবল শিশু সমাজ।"